কিছুটা জল, কিছুটা স্থল

সুধাংশু শেখর বর্মণ

ভূমিকা

" মা, আমায় ঘুরাবি কতো, কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো!" – রামপ্রসাদ সেনের এই বুকফাটা হাহাকার, এই বিদীর্ণ আর্তনাদ। তা যেন একার নয়। সবার। সব সময়ের। আদি থেকে অনাদি। এ যেন নিয়তি পূর্বনির্ধারিত। দৈব।

কিন্তু মানুষ! স্রোতের বিপরীতে পাল তুলে চলাই যার রক্তের হিমোগ্লোবিনে। ধমনীতে। শিরায় উপশিরায়। সে থামবে কেনো। অতঃপর যা হবার তাই। ছুটে চলা প্রতিক্ষণ। শেষ নিঃশ্বাস অবধি। স্বপ্ন একটাই। সুখের কবুতর বাকবাকুম করুক তার আপন ডেরায়। সমৃদ্ধির পতাকা উড়ুক পতপত করে জীবন আকাশে।

এখানেই ট্রাজেডি। ভেংচি কাটে পৃথিবী। বুকের জমিন দেখিয়ে বলে। এই দেখো আমার বুকের ঘর। কিছুটা জল কিছুটা স্থল।

শুরু হয়ে যায় গল্প। শুরু হয় ভাঙ্গা গড়া। উত্থান পতন। প্রেম-বিরহ- বিচ্ছেদ। কিছুটা যাপন। যবনিকাপাত। আবার ধারণ। পিতা থেকে পুত্র। পুত্র থেকে পৌত্র। চলতেই থাকে এই গল্প।

মানবজীবন।

যে গল্প চিরায়ত। কিছুটা জল কিছুটা স্থল।

বাবা

একটি ডাক
অতঃপর পৃথিবী একদিকে থাক।
সবফেলে হুড়মুড় দৌড়। কেউ কোলে কেউ কাঁধে।
দিনের ক্লান্তি তোমার। তবুও হাসিমুখ, বাড়ানো হাত নির্বিবাদে।

একটি আঙুল
অথচ ওকে ধরেই হেঁটে চলা নির্ভুল।
চিনে নেওয়া চারপাশ। যতো উঁচু নীচু বন্‌ধুর পথ।
অভয় আশ্বাস তোমার "ওঠ খোকা"। যদিবা পাই কোথা হোঁচট।

একটি গন্ধ
বড়ো আপন, বড়ো প্রিয়। যেন হৃদপিন্ড।
নেই এমন মাদকতা জুই, শেফালী, গোলাপের মাঝে।
যা আছে তোমার সারা শরীর। সমস্ত পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে।

একটি মুখ
রৌদ্রদগ্ধ ঘামে ভেজা। অথচ প্রেরণা বারুদ।
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দুঃসময়ে বন্‌ধুহীন সুগভীর সংকটে।
বুক বাঁধবার শক্তি। অসীম অদম্য সাহস। আশার সূর্য হয়ে উঠে।

একটি মানুষ
ভরসার পুরো ব্রহ্মান্ড, পুরো ফুসফুস।
মাথার উপর আকাশ পায়ের নিচে মাটি আছে কিনা আছে!
কিসের দুর্ভাবনা? বিশ্বব্রহ্মান্ড হয়েই তো তিনি রয়েছেন কাছে।

বঁধু বিকেল

বিকেলের ভাত ঘুম। অতঃপর ঝিম মেরে গেলে সব।
ডেকে যায় কোথাও থেকে থেকে পোড়া ঘুঘুটি।
একাকী ব্যালকনি। হাতখানি হাতে। উদাস ডাগড়চোখ।
তারপর এমনই গত হওয়া বিকেলের ছবি আঁকে যে বঁধুটি।

আজ কান পেতে শুনতে চাই তার প্রতিটি নিঃশ্বাস।
গোপনে আলতো কবর দেয়া প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস।
অচল পয়সার মতো, ফেলে আসা যে বিকেলগুলো
ডেকে নিয়ে যায় তাকে, উড়ায় স্মৃতির ধুলো।

ডেকে নিয়ে যায় তাকে, যে পুতুলের বিয়ে।
গোল্লাছুট, বেগুনবিচি, সাপলুডু এপাড়া ওপাড়া গিয়ে।
তারপর। ফিকে হয়ে গেলে চারপাশ। যদিও চায় না মন।
পা ফেলা ঘরের দিকে। মা যে মা নেই, রণচণ্ডী তখন।

আহা! কথা বলো নাকো কেউ। দেখিও না তারে চেয়ে।
বুকের পাড় ভাঙে ভাঙুক। ভেসে যাক অশ্রুস্মৃতির নায়ে।
পোড়া মন যদি পুড়ে পুড়েই, দুদণ্ড শান্তি পেতে চায়।
পুড়তে দাও, নিভতে দিওনা তারে মিথ্যে সমবেদনায়।

কতোটা ছেড়ে এসেছ তুমি? কটা আপনকে করেছো পর?
কতো ঢেউ বুকে চেপে, বুককে বানিয়েছো পাষাণ বালুচর?

নিভৃত বেদনা

রাত্রির অন্ধকারে ফুটে ঝরে গেছে প্রভাতের আগে যে ফুল
রাতজাগা শ্রান্ত পা টানতে টানতে গেছি তার কাছে। কী ছিল তার ভুল।
কী অপরাধ।
কেন হলো না দেখা তার একটিও রাঙা প্রভাত।
কেন তার সুরভি স্নিগ্ধতার কেউ পেলো না সন্ধান।
কেন ফুটতে না ফুটতে, অকালেই ঝরে গেলো প্রাণ।

অদূরে ম্লানমুখ আনমনা
ঘাসের ডগায় জমে থাকা রাত্রির অশ্রু; শিশির কণা।
টুপ করে ঝরে
নিভৃত বেদনায় আর একটি নিভৃত বেদনার গল্প গড়ে।

একা সায়াহ্নে

জানালার পাশে একা
বিষন্ন চুপ।
দিগন্তে দৃষ্টি
কফোঁটা অশ্রু টুপ।

অশ্রু নয়
ব্যথা সব।
কোথা সেই সোনামাখা
দুরন্ত শৈশব।

অকারণ ঠোঁটফোলা
অকারণ অভিমান।
অকারণ কান্না
অকারণ হাসি গান।

কোথা সেই
দুঃখিনী প্রিয় মা।
নাই নাই সংসারে
স্বর্গের শামিয়ানা।

অবোধ মন বড্ড অবুঝ
বুঝতে কখনো চায়না
অভাবের কুন্ড। স্বপ্নরাও দুঃস্বপ্ন।
তবুও হাজার বায়না।

অসহায় মা বাইরে বৃষ্টি
কোলে ছেঁড়া কাঁথা
সূচের ফোঁড়ে ফোঁড়ে নির্মম কষ্টগুলো
লুকানোর ব্যর্থ গল্পগাঁথা।

নীরব নতমুখে গুনগুন
অকস্মাৎ একফোঁটা জল
কোথা সেই দুঃখিনী নীলকন্ঠ মা আমার
বল্! তোরা কেউ বল্ !

কোথা সেই ফোকলা দাদু
শিউলি ফোঁটা সন্ধ্যাবেলা
চাঁদবুড়ি রূপকথা

কৌতুক

১
ব্যথাগুলো আজ শোকেসে তালাবন্ধ রেখে পথে নামলাম।
ভাবছি দুঃখ নয়। আজ সুখের দৃশ্য খুঁজে নেবো, নেবোই কিছু না কিছু।
"একডা ট্যাহা দেবেন স্যার? " চমকে উঠি!
কাঁধে ছেঁড়া বস্তা। সকরুণ ক্ষুধাশীর্ণ চোখ! পথপাশে পথশিশু।

২
কপাল পুড়ছে? কপালই তো নেই!
কপালে কেনো হাত, কেনো ভাঁজ অহেতুক?
যা আছে তা চামড়া মোড়ানো শূন্য ভিটে
জীবনের কাছে পাওয়া শ্রেষ্ঠ কৌতুক।

৩

ভুল সে তো একটার পর একটা হতেই চলেছে।

ক্রমাগত ।

আমি যেন রেজিস্টার খাতা

ভুলগুলো রোল নম্বরের মতো।

৪

ডিসেম্বর দুয়ারে কড়া নাড়ে
একদিন আমরা জিতেছিলাম!

আমরা কারা?

রামু?

নাসির নগর?

না রংপুরের ঠাকুর পাড়া?

এক গুচ্ছ দীর্ঘশ্বাস

০১
শৈশব- আর্থিক দৈন্যতা
স্বপ্নের গলায় ফাঁস।
আর্থিক স্বচ্ছলতা
মৃত শৈশব- দীর্ঘশ্বাস

০২
নিষ্প্রাণ নিষ্প্রভ নুড়ি পাথরের মত
সময় সমুদ্রতলে।
খুঁড়ো কেন হিয়াতল নিস্তব্ধ নিশীথ
ভাসো কেন আঁখিজলে?

০৩
পথপাশে ঠোঙাটায় চোখ পড়তেই দেখি এটি চিঠি
বুকে বিঁধে শেল
আহ্ ভালোবাসা আজ তুমি
কেজি দরে সেল!

০৪
একডা ট্যাহা দ্যান –
বাড়িয়ে দেয়া একটা ময়লা জীর্ণ হাত
উল্টোদিকে দুটো রক্ত চোখ কটমট
সভ্যতার অসভ্য বিষদাঁত!

০৫
জীবনের এই বন্ধুর সড়কে
প্রতিনিয়ত কত ঠোকর কত যে হোঁচট
শুধু বুক বেঁধে দেয় না কেউ পিছন থেকে
সেই গুরু গম্ভীর কন্ঠে "ওঠ খোকা ওঠ"!

সমুদ্র

কতো অবাক সুখে সমুদ্র দেখেছো
খেলেছো নিয়ে ঢেউ।
কতোটা ব্যথা জমা আছে ওতে
তা খোঁজনিক কেউ।

কতো মরা নদীর কতো গল্প
গুমড়ে কেঁদে ওঠে
কতো পাড় ভাঙা কতো লোকালয়
হাহাকারে মাথা কুটে।

জীবন নদীর তল না পেয়ে
অশ্রু মুছে শেষে
যে ব্যথাতুর খুজেছে জীবন
নদীর তলদেশে।

যে নববধূ ঘাটে গিয়ে রোজ
কলস ভরার ছলে
ভাসিয়ে দিয়েছে বুকের জ্বালা
অশ্রু ঢেলে জলে।

কোন সে দোষে কেড়ে নিলো সব
ভিটেমাটি ঘর বাড়ি
বলে যে অসহায় কাঁদছে পাড়ে
করছে আহাজারি।

এই যে ব্যথা, ব্যথার পাহাড়
বুকের ঘরে কাঁদে
তুমি তারে নিছক সমুদ্র বলো
ঢেউ বলো নির্বিবাদে।

পাথর আমি তার বেলাভূমিতে
ভাবি শুধু বসে
কতোটা ব্যথায় বিদীর্ণ ঢেউ
বুকের ঘরে ধসে!

কথায় কোনো কথা নেই

কথায় কোনো কথা নেই
অথচ সারাটি দিন কথা বলছি, কথা শুনছি।
কেউ চুপ নেই, সবার মুখে কথার খই
যেনো কথা দিয়েই একটা কথার পৃথিবী বুনছি।

অথচ কথায় কোনো কথা নেই
প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, মায়া মমতা নেই
ছোটদের জন্য এতটুকু স্নেহ নেই
বড়োদের জন্য এতটুকু শ্রদ্ধা নেই।

কথায় কথায় হানাহানি
কথায় কথায় ফাটাফাটি
কথায় কথায় চুলাচুলি
কথায় কথায় লাঠালাঠি।

কথারা আজ অসহায়
কথারা কথাহীন
কথারা দুর্বিপাকে
দিন হচ্ছে রাত, রাত হচ্ছে দিন।

বিজ্ঞাপন

মানুষ চাই
যার মন থাকবে, মান থাকবে, হুশ থাকবে
মনের মধ্যে ভালমন্দ অনুভূতির রেশ থাকবে।

মানুষ চাই
কবি নয়, শিল্পী নয়, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী নয়।
শিক্ষক নয়, বুদ্ধিজীবী নয়, গৃহকর্তা- গৃহকর্ত্রী নয়।

মানুষ চাই
ডাক্তার নয়, চেয়ারম্যান নয়, নিউজ রিপোর্টার নয়।
এমপি নয়, মন্ত্রী নয়, মাঠ কাঁপানো ক্রিকেটার নয়।

মানুষ চাই
মেজর নয়, জেনারেল নয়, হাইকোর্ট বিচারপতি নয়।
পুলিশ নয়, কমিশনার নয়, শিল্পকারখানা অধিপতি নয়।

মানুষ চাই
ব্যাংকার নয়, গভর্নর নয়, তুখোড় ব্যবসায়ী নয়।
অমুক নয়, তমুক নয়, শান্তিতে নোবেলজয়ী নয়।

শুধুই মানুষ চাই
না থাকলেও চলবে দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ!
বুকের ভেতর শুধু মনুষ্যত্ব চাই, চাই মায়া মমতা শোক!

শুধুই মানুষ চাই
মানুষের মতো দেখতে নয়; মানুষই চাই। শুধুই মানুষ।
চাইনা কোনো মেকাপ সভ্যতার কোনো নাগরিক ফানুস।

সহোদরা

একটা হাত ভাঙলে আরেকটা হাত থাকে
একটা চোখ গেলে আরেকটা চোখ
একটা পা গেলে আরেকটা পা থাকে
এভাবেই ভুলে থাকি একটা হারানোর শোক।

আমার একটাই তুই
তুই হারালে তোর জায়গায় কারে আমি থুই!
ঘুম ভাঙলে আধো ঘুমের ঘোরে
কারে আমি ছুঁই!

একটা ডিমের কুসুম নিয়ে
দুজন কাড়াকাড়ি
একটা মাছের মাথা নিয়ে
দুজন মারামারি।

অথচ দিনশেষে সব এক হয়ে যাই
দুই পথের সে দুই
এক মাকে মাঝে রেখে
এক বিছানায় শুই।

এতো মন্দ, এতো দ্বন্দ্ব
এতো ভাগাভাগি
তবু একটা কিছু কারো হলে
বিনিদ্র দুইই জাগি।

বাংলাদেশ

কোথা পাব
ভোরের বেলা
রোদ শিশিরের
খেলা
কিচিরমিচির কুহুতান রাত্রিশেষে।
এ আমার বাংলা বাংলাদেশে।

কোথা পাব
সাগর নদী
ঢেউয়ের খেলা
নিরবধি
পশুপাখি ভরা বন সাগর পাশে।
এ আমার বাংলা বাংলাদেশে।

কোথা পাব
সাঁঝের বেলা
আকাশ ভরা
তারার মেলা
চাঁদ মামা গান-চাদের আলোয় বসে।
এ আমার বাংলা বাংলাদেশে।

কোথা পাব
দেশের তরে
জীবন দেয়
অকাতরে
তবু আনে স্বাধীনতা বীরের বেশে।
এ আমার বাংলা বাংলাদেশে।

দাগ

খোলাপাতার মতোই ছিলে, ছিলেও তুমি ভীষণ কাছে।
অথচ পড়া হয়নি আজও। অথবা পড়াটাই ছিলো মিছে।

কে তুমি? আর কেনই বা লিখি! হয়নি জানা আজও তা!
পাগল মনের পাগলামি কিনা! না সত্যিই তুমি কবিতা!

যেই তুমি হও। হও গে তুমি। মাথা ব্যথা নেইগো তাতে।
বনের ঘুঘু ডাকলে সে যে এ মনের কোণে দাগ কাটে।

দাগ যে কাটে শালিক, টিয়ে, ফিঙে, শ্যামার গুনগুনানি।
দাগ যে কাটে নদীর ঢেউ, দূরের সবুজ বন বনানী।

দাগ যে কাটে মেঘের ভেলা, আকাশ জুড়ে ব্যথানীল।
দাগ যে কাটে সাঁঝের ছায়া, নীড়হারা ঐ শংখচিল।

দাগ যে কাটে শিমুল পলাশ, সাঁঝের ফোঁটা শিউলিফুল
দাগ যে কাটে চৈতি হাওয়া, ঝরে যাওয়া আম্রমুকুল।

দাগ যে কাটে শিশুর হাসি, ফোকলা দাতের কিড়-মিড়ানি
দাগ যে কাটে মায়ের গান, চাঁদের বুড়ি ঘুম পাড়ানী।

দাগ যে কাটে দস্যি দিদি, রোদ রাঙা ঐ সিঁদুর বিকেল।
দাগ যে কাটে বেগুনবিচি, লুকিয়ে রাখা গুলতি মার্বেল।

দাগ যে কাটে দুখিনী মা, গেরোবাঁধা তার ছেঁড়া শাড়ি।
দাগ যে কাটে বাবার ঘাম, চোখের কোণে স্বপ্ন বাড়ি।

দাগ যে কাটে দাদার স্নেহ, তিলে তিলে সব স্বপ্ন কবর।
দাগ যে কাটে বোনের আঁখি, পোড়া বুকে অতল গহ্বর।

দাগ যে কাটে মায়ের বকা, মাথার উপর খাঁ খাঁ দুপুর।
দাগ যে কাটে অবাধ সাতার, এক গলা জল গ্রাম্যপুকুর।

দাগ যে কাটে শীতের সকাল, ধোঁয়াওঠা গরম ভাপাপিঠে
দাগ যে কাটে মুড়ির বাটি, খেজুর গুড় আর মন্ডা মিঠে।

ইচ্ছে

ইচ্ছে করছে! হারিয়ে যাই কোথাও
কাউকেই কিছু না জানিয়ে।
এই জীবন, চারপাশ
বড্ড বোরিং একঘেয়ে।

ফিরে এসে শোনা যাক।
কে কতোটা কেঁদেছে!
এরই ফাঁকে আবার
কে কটা গল্প গেঁথেছে!

শোকে পাথর
কটা মানুষের ব্যাঙের সর্দি হলো
বুক চাপড়াতে চাপড়াতে
কটা মানুষ ফেসবুকই ফাটিয়ে দিলো।

আর বল্টু!
চোখ মার্বেলের মতো গোল করে এসে বলুক -আরে তুই?
দুদিন আগের মানুষটাই চিরবিস্ময় যেন
ফুঁড়ে এলাম ভূঁই!

খুব ইচ্ছে করছে
হারিয়ে যাবোই যাবো
তা না হলে
পরিচিত পৃথিবীটার আরেকটা পরিচয় কিভাবে পাবো।

সীমান্ত

রে নির্মম! করেছো ভাগ স্বজনদের
দিয়েছো রক্তে বাঁধ
পাও কি শুনতে বুকের অলিন্দে
রক্তের বিদীর্ণ আর্তনাদ?

রে নির্মম পাষাণ
এই বুকে শোন পেতে কান!

কত দীর্ঘশ্বাস!
বুভুক্ষু আঁখিকোণে কতো ব্যাকুল তিয়াস!
এপারে এই দেহে যে রক্ত বহমান
ওপারে তেমনি রক্তের শরীর ছুঁইতে চায় এ মন!

বুকে বুক মিশে একবার গলা ছেড়ে
কাঁদতে চায় মন দুদন্ড তরে!

কতোটা আপন দূরে রেখেছো তুমি? কতোটা ফেলেছো চোখের জল?
পাবে খুঁজে এই ভাইয়ের ব্যথা, বোনের কান্না, মায়ের ব্যথার তল?

পরম্পরা

সাঁঝফোঁটা অভাগী শিউলি হলে কথা ছিলো
ঝরে পড়ে গেছে নিভৃতে নিয়তির অমোঘ বাণে।
তৃষারা ঝরে যায় বাঁচবার তৃষা বুকে চেপে
সভ্যতার অসভ্য নারীখেকো বর্বর আচরণে।

তনুদের কান্না; যতো আর্তনাদ চাপা পড়ে
পুরুষ শ্বাপদের বন্য পৈশাচিক উল্লাসে।
চোখবাঁধা আইন নির্বিকার নির্লিপ্ত স্বরে
হুকুম জারি তদন্ত হোক দাফন করা লাশে।

সময় গড়াতে থাকে, গড়াতে থাকে রাষ্ট্রনাটক
পদ্মা মেঘনা যমুনাও বয়ে চলে চিরায়ত।
পাশ থেকে ফতোয়া জারি তনুরা তেঁতুলটক।
চোখের জল শুকোয় চোখে, হৃদয়ে বাড়ে ক্ষত।

ফুল ঝরার পরম্পরা এগিয়ে নেয় সুপুত্র ধর্ষক।
আমি সুচতুর পাশ কাটি অথবা নির্লিপ্ত দর্শক।

পৃথিবী

বিশ্ব নিঃস্ব আজ বন্দি চাঁদ মেঘের কারাগারে
জোছনা আজ আধভাঙা বিলাপ অশ্রুজল।
ঘুমায় মানবতা নিকষ কালো অন্ধকার চাদর মুড়ে
মানুষ নেই শুধু অবিকল মানুষ সমুদ্র ঢল।

জোনাকি মানুষেরা তবুও টিমটিম জ্বলে কোথাও
ব্যথিত ডাহুক হৃদয়ের রাত ব্যপি আর্ত ক্রন্দন
ভোর হয় না, উঠে না সূর্য; মুছে না আঁধার রেখাও
শকুন আর শকুনিরা মত্ত পাশায়; পাশে দুর্যোধন।

হেমন্ত কি দেখবে কখনো কাচা সোনা ফসলের হাসি
সংখ্যার শঙ্কায় নাকি কাঁদবে বিনিদ্র শ্রাবণের মতো?
এই বুঝি শুরু নগ্ন দানব নৃত্য - দাউদাউ সর্বনাশী
পুড়ে ভিটেমাটি পুড়ে ভালোবাসা হৃদয়ে বাড়ে ক্ষত।

দুর্ভাগা পৃথিবী। মানুষ আপন কবর খুঁড়ছে নিজ হাতে।
অন্ধ মোহে ভুলেছে মানবতা, জড়িয়ে আছে সংঘাতে।

মরিচীকা

(ভাওয়াল রাজ-পরিবারের সমাধি)

কতো অহংকার, কতো ঔদ্ধত্য ঢাকা পড়ে গেছে ধূলোয়
কতো জৌলুস, কতো চাকচিক্য পুড়ে ছাই সময়ের চুলোয়।

রাজা, ভিখিরি কোথা তারা আজ কোথা তাদের ভেদাভেদ।
কোথা তাদের আত্মাহমিকা, কোথা তাদের দারিদ্র্য খেদ।

ওরে মন কিছু না, কেউ থাকবো না। তুমি আমি তিনি তারা!
সময়ের সমুদ্রে- বড়োজোর দুটো ঢেউ খেলে, সব হবো হারা।

কতো সম্পদ, ক্ষমতা পেতে চাস তুই? কোথা তুই পা বাড়াস?
ছুটতে ছুটতে সব ভুলে গিয়ে, নিজের জীবন নিজেই মাড়াস।

সেখানে কেউ কি নেবে?

একখানা সুপুরি বাগান ডাকছে
ধুলোর ঘরবাড়ী
বরযাত্রী
খোল গাড়ি
পুতুলের বিয়ে
বিদায়
ঠোঁটফোলা মিছে কান্না
কখনোবা বনভোজন
দোকান
চড়ক মেলা
রেললাইন
বাড়ী থেকে ডাক– কইরে তোরা?
কেউ কি নেবে আমায়?
কাঁটাতারের কাঁটাগুলো ফেলে
সেখানে কেউ কি নেবে?

একখানা ডারিয়া ঘর ডাকছে
একখানা বাঁশের চাংড়া
ভর্তি লোক
খোশগল্প
সাপলুডু
চকচাল
দশ পাইতা
বারো পাইতা
পাশে মটূ জ্যাঠার আঘোর ঘুম
নাকডাকা
কেউ কি নেবে আমায়?
কাঁটাতারের কাঁটাগুলো ফেলে
সেখানে কেউ কি নেবে?

একখানা গমখেত ডাকছে
একখানা ঘুড়ি
শিশির ভেজা আলপথ
সঙ দাড়িয়ে থাকা কাকতাড়ুয়া
সদ্য হাল দেয়া এবড়ো থেবড়ো মাটির ঢেলা
ছিঁড়ে যাওয়া স্যান্ডেল
কেউ কি নেবে আমায়?
কাঁটাতারের কাঁটাগুলো ফেলে